সাংবাদিকতার অঙ্গনে সংস্কার কবে হবে!

॥ সংলাপ প্রতিবেদক ॥

দেশের রাজনীতি আর রাজনৈতিক অঙ্গন সংস্কারাচ্ছান্ন ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ার কারণেই আজ সংস্কারের কথা উঠেছে তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। স্বাধীনতার ৩৬ বছর পর জাতি আজ তাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে এই সংস্কারের। বিশেষ করে ১৯৯০-এর ডিসেম্বরে স্বৈরাচারের অবসানের মধ্য দিয়ে যে মুক্ত রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিলো সেই পরিবেশকে পুরোপুরি জনকল্যাণে নিয়োজিত করা হয়নি বা যায়নি বলেই এ অন্ধকার নেমে এসেছিলো বাঙালির ভাগ্যাকাশে। গণতন্ত্র, সংসদ নির্বাচন আর রাষ্ট্রীয় ও সরকারী প্রশাসন ক্ষমতার অপব্যবহারের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছিলো।

বাংলার জনগণ আজ মুক্তি চায়। রাজনৈতিক অঙ্গনে সংস্কার হবে একথা আজ বিশ্বাস করতে অসুবিধা না হলেও বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্নীতির অবসান ঘটাতে না পারলে জাতির সার্বিক মুক্তির আশা বৃথা হতে পারে। স্বৈরাচারের অবসানের ফলশ্রুতিতে দেশে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রটিতে যে অবাধ ও মুক্ত পরিবেশ তৈরি হয়েছিলো তা জনস্বার্থে কতটুকু কাজে লাগানো গেছে তাও আজ হিসাব করে দেখার সময় এসেছে। একটু গভীরে গেলেই স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে, বিগত ১৫/১৬ বছরে রাজনীতির নামে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে বোকা বানিয়ে, ধোঁকা দিয়ে যেমন কিছু লোক রাতারাতি অগাধ অর্থ-সম্পত্তির মালিক হয়েছে, সমাজপতির আসনে বসতে পেরেছে, ঠিক তেমনি সংবাদপত্র, প্রকাশনা ও সাংবাদিকতার স্বাধীনতাকে ব্যবহার করেও সম্পাদক, রিপোর্টার, সাংবাদিক হিসেবে আবির্ভূত হয়ে এদের মধ্যে কেউ কেউ সমাজের পরিচিতি পেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিরূপে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। রাজধানী ঢাকা থেকে শুরু করে সারা দেশেই এ জাতীয় নব্য সম্পাদক রিপোর্টার তথা সাংবাদিকের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নতুন এক মিডিয়া জগত। সুবিধাবাদী রাজনীতিকদের মতো এসব নব্য সাংবাদিকদেরও নেই কোনো জবাবদিহিতা জনগণের কাছে। জনগণ ও দেশের স্বার্থে এদের তেমন কোনো কর্মকান্ডই পরিচালিত হতে দেখা যায়নি যদিও মুখে মুখে এমনকি তাদের কথায় বা লেখায় মনে হতে পারে তাদের মতো সমাজসেবী ও দেশপ্রেমিক বুঝি আর কেউ নেই। বর্তমান বাংলাদেশ নামের ভূখন্ডে যেখানে সাংবাদিকতা ও রাজনীতির সূচনা এবং এর বিকশিত পর্বে জনকল্যাণ ও দেশপ্রেমের চেতনাটুকুই ছিলো এর মূল উৎস ও উপজীব্য সেখানে এ দুটো ক্ষেত্র আজ অত্যন্ত স্বার্থপর একটি চক্র ও গোষ্ঠীর কাছে বন্দি হয়ে পড়েছে। এ প্রসঙ্গে গত বছর ২২ ডিসেম্বর পিআইবি সেমিনার কক্ষে সাপ্তাহিক বর্তমান সংলাপ আয়োজিত 'সাংবাদিকতায় মিথ্যাচারিতার প্রভাব' শীর্ষক এক মতবিনিময় সভার মূল প্রবন্ধে বলা হয়েছিলো - 'কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যায়ে ইতোমধ্যেই এক দীর্ঘ শিকল তৈরি হয়েছে। রাজধানীতে যারা এই পেশার সাথে জড়িত তাদের বেলায়ও যেমন এ কথা সত্য, তেমনি স্থানীয় রাজনীতি, ধর্মীয় ও সামাজিক বলয় থেকে বের করে এনে সাংবাদিকতাকে স্বচ্ছ, জনকল্যাণমুখী, দেশপ্রেম চেতনায় পরিশীলিত, মানসম্মত উপস্থাপনা, ক্রমশই কঠিন থেকে কঠিনতম হয়ে পড়ছে। প্রতিদিনকার একপেশে মিথ্যার অবাধ প্রবাহ সত্যের একনিষ্ঠতার শক্তি ও চেতনাকে ম্লান করে দিচ্ছে। .....এর পরিণতিতে আগামী দিনগুলোতে সাংবাদিকতার গোটা পেশাটাই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়তে পারে, যা কখনো দেশপ্রেমিকদের কাঙ্খিত হতে পারে না। দেশপ্রেমিক, গণতান্ত্রিক সচেতন সাধারণ মানুষদের কাছে সাংবাদিকতার এই চিত্রটি নিশ্চয়ই চরম বেদনাদায়ক এবং হতাশাজনক। সঙ্গত কারণেই এ অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ খোঁজা জরুরি।'

২০০৬ সালের ২২ ডিসেম্বর থেকে ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারী - মাত্র ২০ দিনের মাথায় দেশে জরুরি অবস্থা জারির মধ্য দিয়ে পাল্টে গেল রাজনীতি আর সাংবাদিকতার দৃশ্যপট। রাজনীতির অনেক বড় বড় রুই-কাতলারা যৌথ বাহিনীর হাতে ধরা পড়লো দুর্নীতির অভিযোগে, কিন্তু দুর্নীতিবাজ সম্পাদক-প্রকাশক-সাংবাদিকরা আজও ধরা পড়লো না অপসাংবাদিকতার অভিযোগে। অনেক রাজনৈতিক নেতাকর্মী যারা গত ১০/১২ বছরে অগাধ অর্থ-সম্পদের মালিক হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে ইতোমধ্যে অভিযোগ আনা হয়েছে। কিন্তু দেশের ঐতিহ্যবাহী সাংবাদিকতা পেশার সম্মোহনী শক্তিকে কৌশলে ব্যবহার করে যারা নিজেদের আখের গুছিয়েছে, বিত্তবৈভবের মালিক হয়েছে তাদের সঠিক চিত্র জাতির সামনে তুলে ধরতে না পারলে বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্নীতির অক্টোপাস থেকে মুক্তি কিছুতেই সম্ভব নয়। আর সেজন্যই দরকার আজ সাংবাদিকতার অঙ্গনে সংস্কার। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর তদ্বিরবাজ সম্পাদক ও সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে কিন্তু আজও কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। বাংলাদেশের মতো দরিদ্রপ্রধান দেশের প্রকৃত বাস্তবতাকে পাশ কাটিয়ে গুটিকয়েক লোকের রাতারাতি বড় লোক হওয়ার জন্য সাংবাদিকতার মতো মহান পেশার যথেচ্ছা ব্যবহারকে দেশবাসী চলতে দিতে চায় না। অধিকাংশ মানুষ দিনের পর দিন নিঃস্ব হয়ে যাবে আর সাংবাদিকতার নামে এক শ্রেণীর লোক এভাবে ফুলে-ফেঁপে উঠবে মানুষের সস্তা অনুভূতিকে সূক্ষ্মভাবে কাজে লাগিয়ে তা একবিংশ শতাব্দির প্রযুক্তি-নির্ভর সভ্যতার জন্য উপহাস ছাড়া কিছু নয়। মানুষ আর সভ্যতাকে উপহাসের পাত্র বানানোর লাগামকে টেনে ধরতে পারলেই কেবল জাতির অপার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হতে পারে।

সাংবাদিকতার অঙ্গনে সংস্কারের জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ

সংখ্যাগরিষ্ঠ গরীব দেশের রাজনীতিকদের মতো সাংবাদিকরাও যদি নিছক ভোগ-বিলাসী, অর্থলিপ্সু হয়ে পড়েন তার চাইতে দুর্ভাগ্যজনক আর কিছু হতে পারে না। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অনেক মেধাবী, দক্ষ, পরিশ্রমী ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্র-যুবকেরা সাংবাদিকতায় আসলেও কালোটাকার মালিক ও ব্যবসায়ীদের প্রায় একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণে থেকে থেকে তাদের জীবনী শক্তি শেষ হয়ে যাচ্ছে। তাদেরকে নগদ অর্থের, প্লট ও ফ্ল্যাটের কাঙাল করে তোলা হয়েছে। মেধার এরকম অপচয় জাতির ভবিষ্যতকে মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন করে তুলছে। একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, বিগত ১০/১৫ বছর ধরে রাজনীতিতে যারা কালো অধ্যায়ের সূচনা ও বিকাশ ঘটিয়েছে তাদের এক বড় নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে তাদের পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত মিডিয়া ও সাংবাদিকরা। দলীয়, পারিবারিক ও ব্যক্তিপূজায় নিয়োজিত থেকে অনেক সাংবাদিক রাজনৈতিক নেতানেত্রীদেরকে তোয়াজ করেছে। তাদেরকে সত্য চেনাতে যথার্থ ভূমিকা পালনে এসব সাংবাদিকরা ব্যর্থ হয়েছে; যার ফলশ্রুতিতে আজ ওইসব নেতানেত্রীও পড়েছেন মহাসঙ্কটে। সেজন্যই হয়তো কথায় বলে, 'অন্ধ হলে প্রলয় বন্ধ থাকে না।' ১৯৯১-৯৬ বিএনপি'র শাসনামলে তৈরি মিডিয়া সিন্ডিকেট (ম্যাডাম সিন্ডিকেট!) এবং ১৯৯৬-২০০১ আওয়ামী লীগ শাসনামলে অঘোষিত 'নাসিম সিন্ডিকেট'-এর মতো সাংবাদিক সিন্ডিকেট গোষ্ঠীগুলোর কবল থেকে সাংবাদিক সমাজ ও সাংবাদিকতা পেশাকে উদ্ধার করতে হবে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আজকের দিনের সরকারী ও রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

জরুরি অবস্থার মধ্যেই বাংলার মানুষ আজ অনেক সত্য জানতে পেরেছে এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বজায় আছে বলেই তা সম্ভব হচ্ছে।

এ মর্মে গত ২৩ মে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মঈন উ আহমদ বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকের সম্পাদকদের সাথে বর্তমান সময়ের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার ওপর যে বক্তব্য রাখেন সেটিও সময় ও পারিপার্শ্বিকতার প্রেক্ষিতে তাৎপর্যপূর্ণ। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সম্পর্কে মতবিনিময় সভায় সেনাপ্রধান বলেন, 'সেনাবাহিনী এখন 'মিডিয়া ফ্রেন্ডলি'। আমরা সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি। সাংবাদিকদের কোনো হয়রানির ঘটনা ঘটলে আমরা তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিই।' (তথ্যসূত্র ঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ মে ২০০৭)

জেনারেল মঈন উ আহমদের আরো একটি বক্তব্য সাংবাদিকতার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জন্য অত্যন্ত গুরুত্ববহ এবং সে বক্তব্যটি হলো - 'সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার প্রতি তাঁর সর্বাত্মক বিশ্বাস ও আস্থার কথা জানিয়ে সেনাপ্রধান বলেন, তবে সেনাবাহিনীতেও অসৎ সদস্য আছে,

তাদের যেমন শাস্তি দেয়া হয় তেমনি গণমাধ্যমেও যারা অসৎ তাদের বিরুদ্ধেও শাস্তির ব্যবস্থা করা দরকার। .....তিনি গণমাধ্যমকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান।' (তথ্যসূত্র ঃ দৈনিক সংবাদ, ২৪ মে ২০০৭)

এদিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তথ্য উপদেষ্টা ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন সম্প্রতি জাতীয় প্রেসক্লাবে সাব-এডিটরস কাউন্সিলের এক অনুষ্ঠানে বলেছেন, 'সুবিধাবাদী ব্যবসায়ীদের হাত থেকে সাংবাদিকতার মতো মহান পেশাকে রক্ষা করার দায়িত্ব সাংবাদিকদেরই নিতে হবে। পেশাজীবী সাংবাদিকরা রাজনীতিবিদ কিংবা ব্যবসায়ী হতে পারেন না। সততা ও নিরপেক্ষতাই হচ্ছে সাংবাদিকতার মর্যাদার উৎস। ব্যবসায়ী সাংবাদিকরাই সৎ সাংবাদিকতার জন্য বিব্রতকর।

এটা অত্যন্ত আশার কথা যে, সাংবাদিকদের পক্ষ থেকেই খবরের বস্তুনিষ্ঠতায় ঘাটতি, বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব, অতিরঞ্জন, অতিমাত্রায় রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের ঝোঁক, জাতীয় ভাবমূর্তি সংরক্ষণে উদাসীনতা, সাংবাদিকতাকে ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার ইত্যাদি ব্যাপারে অভিযোগ তোলা হয়েছে। দুর্নীতি আর জনসেবা একসঙ্গে চলে না। সমাজ থেকে দুর্নীতি নির্মূল করতে হলে নিরপেক্ষ এবং সুচিন্তিত সাংবাদিকতা অপরিহার্য। যারা সৎ ও সুচিন্তিত মতামত রাখেন সেসব সাংবাদিকরাই মহান সাংবাদিকতার প্রতিভূ।

স্বাধীনতার পর গণতন্ত্রকে সুসংহত করতে না পারায় সাংবাদিকতার কাঙ্খিত উন্নয়ন হয়নি। সাংবাদিকতাকে ট্রেড ইউনিয়ন আখ্যা দেয়া হয়েছে। অথচ এটি অন্য পাঁচটি পেশার মতো নয়। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে যেসব মহান সাংবাদিক উজ্জ্বল ঐতিহ্য রেখে গেছেন তাদের নীতি, আদর্শ, মূল্যবোধ, মানুষের প্রতি মমত্ববোধ ও দেশাত্মবোধ সাংবাদিকতায় প্রতিফলন করার দায়িত্ব বর্তমান সময়ের সাংবাদিকদেরই নিতে হবে। (তথ্যসূত্র ঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮ মে ২০০৭)

সেনাপ্রধানের সঙ্গে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এমন একজন সম্পাদকের আত্মসমালোচনামূলক লেখায়ও দেশের বর্তমান সংবাদপত্র তথা সাংবাদিকতা জগতের জন্য একটি বিব্রতকর ও অস্বস্তিকর চিত্রই যেন প্রকাশ পেয়েছে। 'আমাদের সময়' পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক নাঈমুল ইসলাম খান ২৯ মে 'ফিরে দেখা ঃ সেনাপ্রধানের সঙ্গে সম্পাদকদের বৈঠক' শীর্ষক নিবন্ধে লিখেছেন, '.....আমার প্রথমেই উল্লেখযোগ্য যে খট্‌কা লেগেছে সেটা হলো, আমাদের কেউ কেউ বক্তব্য অত্যন্ত দীর্ঘ করেছেন এবং কখনো কখনো সেটা প্রায় অস্বস্তিকর পর্যায়ে চলে যাচ্ছিলো। অনেকে একে অপরের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করছিলেন।

সম্পাদকদের কারো কারো অনাবশ্যক, অপ্রাসঙ্গিক এবং অগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দীর্ঘ বক্তৃতার কারণে বাকি সম্পাদকরা প্রশ্ন করার সময় পাননি। অথচ আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ছিলো সংক্ষেপে নিজেরা বলে মূলত সেনাপ্রধানের কাছ থেকেই বেশি করে শোনা। সম্পাদক পর্যায়ে এই ংবহংব ড়ভ ঢ়ৎড়ঢ়ড়ৎঃরড়হ না থাকাটা খুবই দুঃখজনক। একজনের বক্তব্যের পর কোনো শৃঙ্খলা না মেনে প্রায় জবরদস্তি আরেকজনের বক্তব্য শুরু করে দেয়াটাও ছিলো অনভিপ্রেত, অসুন্দর ও শ্রুতিকটু।.....

আমার পরিষ্কার বক্তব্য হচ্ছে, আমরা সব প্রশ্নই করবো, কিন্তু স্থান-কাল-পাত্রভেদে। একজন রিপোর্টার আর একজন সম্পাদকের প্রশ্ন এক হবে কেন? সেনাপ্রধান নিজেই তার বক্তব্যে বলেছেন, তিনি যখন ঈধঢ়ঃধরহ ছিলেন তখন যে কোনো বিষয়ে কিছুটা বেপরোয়া ও সরাসরিভাবে বলতে বা করতে পারতেন; একজন জেনারেল হিসেবে সেটা পারেন না। তাকে উরঢ়ষড়সধঃরপ পন্থায় করতে ও বলতে হয়। সেনাপ্রধান সম্পাদকদের উদ্দেশ্যেও বললেন, একজন রিপোর্টার যেভাবে একটা কাজ করে ফেলবে বা রিপোর্ট লিখে দেবে একজন সম্পাদকের লেখা হবে তার চাইতে পরিশীলিত ও উরঢ়ষড়সধঃরপ। সেনাপ্রধানের এই প্রায় সরাসরি উপদেশ সত্ত্বেও আমরা অপ্রত্যাশিতভাবে ও অমার্জিতভাবে প্রচুর কথা বলেছি, যা একই উদ্দেশ্যে ভিন্নভাবেও বলা সম্ভব ছিলো।.....

আমরা কখনো কখনো অবুঝের মতো আবদার করি এবং আমি একটি ঘটনায় পশ্চিমা দেশের এক রাষ্ট্রদূতের অনুষ্ঠানে একজন রিপোর্টারকে কথা বলতে বলতে একপর্যায়ে নিজের জন্য একটি ভিসা পাওয়ার আবদার করতেও দেখেছি। সেটা ছিলো অনভিপ্রেত ও বিব্রতকর। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য আমরা সম্পাদকরাও মাঝে মাঝে ওই প্রতিবেদকের মতো হয়ে যাই।'

'আমাদের সময়'-এর সম্পাদকের লেখায় এভাবেই ফুটে উঠা চিত্র সংবাদপত্র জগতের বর্তমান সময়ের হতাশাজনক ও নড়বড়ে অবস্থাটির কথাই আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়। অজানা উৎস থেকে আসা অর্থের জোয়ার থেকে সংবাদপত্র তথা মিডিয়া জগতকে উদ্ধার করতে না পারলে এ হতাশাজনক অবস্থার আরো অবনতি ঘটতে বাধ্য। উন্মেষকালের কাঙাল হরিনাথ, আকরাম খাঁ, শেরে বাংলা, মজলুম জননেতা ভাসানী, সাধক কাজী নজরুল ইসলাম, তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, খায়রুল কবীর, শহীদুল্লাহ কায়সার, বর্তমান কালের ওবায়েদ উল হক, সন্তোষ গুপ্ত, ওয়াহিদুল হকদের মতো অনেক মনীষীদের শ্রম-ঘাম ও প্রজ্ঞার বিনিময়ে অর্জিত সাংবাদিকতার মতো মহান পেশার মর্যাদা সমুন্নত রাখতে হলে এখনই প্রয়োজন এ অঙ্গনে সংস্কার। জন্মের প্রারম্ভে একটি শিশু যেমন সংস্কারমুক্ত থাকে তেমনি সাংবাদিকতা পেশা ও নেশার কর্মটিকে তার উন্মেষ কালের চেতনায় নিয়ে যেতে না পারলে সকল শ্রম পন্ড হতে পারে।

সাংবাদিকতার অঙ্গনে সংস্কারের প্রয়োজন আরো যেসব কারণে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে তা হলো একদিকে একটি বিশেষ চক্র সিন্ডিকেট করে নিউজপ্রিন্টের আমদানিতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে, অপরদিকে অবাধভাবে সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রেও তারা বাধা দিচ্ছে বলে গুঞ্জন রয়েছে। ওই সিন্ডিকেটের ইচ্ছা ব্যতীত কোনো সংবাদই প্রকাশ করা হয় না। দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে ওই সিন্ডিকেট ভেঙ্গে দেয়ার এখনই সময়। ❑

This article is published in www.bartamansanglap.com